ছড়ানো মুক্তো-মানিক

আব্দুল্লাহ আল মামুন

সঞ্চালন
প্রকাশনী

ছড়ানো মুক্তো মানিক

আব্দুল্লাহ আল মামুন

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক

অনলাইন পরিবেশক
ওয়াফিলাইফ ডট কম

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা: শাহরিয়ার হাসান
বানান সমন্বয়: মনিরুজ্জামান রোবেন

বিক্রয়কেন্দ্র:

দোকান নং : ১৮, কওমি মার্কেট (১ম তলা),
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৬ ০১ ৭০৩ ৭০৫

মূল্য: ৪০০ টাকা (চারশত টাকা মাত্র)

সঙ্কালন প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা

সূচিপত্র

১ম খন্ড

আদাবুল ইলম (ইলমের আদব)

আদব কাকে বলে? ২১

ইলমুল আদব কী?.....২১

আদবের মর্যাদা.....২১

আদবের মানদণ্ড কী? ২২

ইলম শিখার পূর্বে আদব শেখার ব্যাপারে সালাফদের তাকিদ.....২৩

ইলম বিতরণের স্থান.....২৮

আর রিহলাতু ইলাল ইলম (ইলমের পানে অভিযাত্রা).....৩১

আর রিহলাতু ইলাল ইলমের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা: ৩২

মাত্র একটি হাদিস ত্বলবের জন্যে সালাফদের অভিযাত্রা.....৩৬

শ্রুত হাদিস সরাসরি সাহাবিদের থেকে শ্রবণের জন্যে সালাফদের অভিযাত্রা..... .....৩৭

আলিমদের সাহায্য ছাড়া কী সঠিকভাবে ইসলাম জানা সম্ভব? ৩৯

উস্তাদ ও সনদসূত্রে সালাফগণ ইলম শিখতেন.....৪৩

ইলম, ফিকহ ও ফাতওয়া এত হালকা বিষয় না! ৪৩

আলিম এর সংজ্ঞা ৪৪

ইলম ত্বলবের জালওয়া.....৪৬

ইলম তিন বিঘত, সাবধান প্রথম বিঘতে পা রাখবেন না!.....৪৭

সুস্পষ্ট শরয়ি কারণ ছাড়া উলামাদের তাওহিন (অপমান) করা কুফর এবং স্ত্রী তালাক ৪৭

তাসাউফ ও ইলম ৫০

আলিমদের চুপ থাকা ৫০

ইলম বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলে সহায়তা করে.....৫১

তালিবে ইলমদের জন্য কুররাসাতুল ফাওয়ায়িদ তথা নোট খাতার গুরুত্ব .৫২

কুরআন ও সুন্নাহ ও ইলমকে তার বুঝ সহকারে হাসিল করা.....৫৩

২য় খন্ড

মুয়াশারাত

যে সম্পর্কে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয় না ৫৭

উত্তম ও নেককার প্রতিবেশি পাওয়া বড়ই সৌভাগ্য ও নিয়ামতের বিষয় .৫৭

অতিথিপরায়ণতার ফজিলত ও বালা-মুসিবত নিবারণ ৬০

তাযকিয়াতুন নুফুস

নফস/প্রবৃত্তি কী? ৬৩

নফস কত প্রকার এবং কী কী?.....৬৫

আল্লাহর হাকিকি মুহাব্বাত ৬৬

গুনাহ দমনের জন্য দিলের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ ও ভয়কে প্রবেশ করাতে হবে। ৬৮

আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা ফরজ.....৬৯

কবর থেকে শুরু করে ইয়াওমুল হিসাব পর্যন্ত যে সকল সামগ্রী লাগবে তা নিজ দায়িত্বেই খুঁজে নিন ৭২

(মনে রাখবে) তাকওয়া হচ্ছে এখানে!.....৭৩

যে কারণে ফেরেশতা মিকাইলের হাসি বন্ধ ৭৪

গুনাহ মুক্ততাই সফলতার চাবিকাঠি ৭৪

দুনিয়ার মুহাব্বাত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা মুসলিমদের বিজয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে আছে ৭৫

মুমিন অনর্থক কাজ করে না ৭৬

হে পথিক! তোমাকেই বলছি.....৭৭

আল্লাহর উপর উপযুক্ত ভরসার ফলাফল ৭৯

আহ! এমন কেউ কি আছে যে এই হাদিসের উপর আমল করবে! ৭৯

যুহদ ফিদ দুনিয়ার উপর তিনটি হাদিস ৮০

আল্লাহর দয়ার নমুনা! ৮১

পাপ পাপই; বড় হোক কিংবা ছোট!.....৮২

হালাল-হারামের মাঝে সন্দেহজনক বিষয় বস্তু পরিত্যাগ করাই নিরাপদ ইমানের আলামত.....৮৪

বৃদ্ধ কালে তো হিংস্র বাঘও মুত্তাকি হয়ে যায় ৮৫

মৃত্যু এমন একটি চিরন্তন সত্য ও বিশ্বাস যাতে অবিশ্বাসী কেউই নেই ৮৬

মাসায়েলে দীন

১. মুসলিম মহিলারা কি ফাসেকা ও কাফেরা মহিলাদের সাথেও পর্দা করবে?..৮৭

২. ড্রেসিং করা মুরগি খাওয়া যাবে কি?.......................................৮৮

৩. হারাম উপার্জনকারী পিতার উপার্জন কি ছেলে কিংবা মেয়ে গ্রহণ করতে পারবে? ৮৯

৪. হিজড়াদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? ৯০

৫. আমি দাড়ি রাখতে চাই; কিন্তু আমার মা, বোন (কারো কারো স্ত্রী) দাড়ি রাখতে নিষেধ করেন। আমি কি দাড়ি কাটতে পারব? ৯৯

৬. যারা শরয়ি ওজরবশত জুমআর সালাতে যাবে না তারা কী করবে?....১০৪

৭. ট্রেনে, বাসে, নৌযানে, ও প্লেনে সফরকালে কিভাবে সালাত আদায় করবে? ১০৪

৮. ইসলামে রক্ত দেওয়ার বিধান ১০৭

৯. মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে কারেন্সি নোটের বিধান কী? ১১০

১০. বাথরুমে হাই কমোড ব্যবহারের শরয়ি বিধান ১১১

১১. চার মাযহাবের দৃষ্টিতে সালাতে মাস্ক ও অন্য কিছু দিয়ে মুখ ঢাকার বিধান...১১২

১২. বাচ্চাদের কাপড়ের তৈরি টেডি বেয়ারের পুতুল দেওয়া কি জায়েজ? ১১৪

১৩. তাসবিহের দানা/মালা গননা করার বিধান ১১৯

১৪. ফজরের সুন্নত সালাত ছুটে গেলে কি তা ফজরের ফরজ সালাতের পর আদায় করা যাবে?.....১২৩

১৬. টেলিভিশনের মাধ্যমে সালাতের ইকতিদা করা জায়েয?.....১২৬

১৭. চলন্ত যানবাহনে নামাজ পড়তে বাধ্য ব্যক্তি কিভাবে নামাজ আদায় করবে?... .....১৩৩

১৮. মৃতব্যক্তির চুল, নখ কাটা যাবে কি না?.....১৩৪

১৯. দোকান/ বাড়ি ভাড়া দিয়ে জামানত (সিকিউরিটি) বাবদ যে টাকা জমা নিয়েছি তার উপর যাকাত দেয়া লাগবে কি?.....১৩৪

২০. সিকিউরিটি মানির কারণে ভাড়া কম রাখা জায়েয কিনা? ১৩৫

২১. সিকিউরিটি মানির শরয়ি বিধান কী? জামানত কৃত অর্থ কি নিজ প্রয়োজনে খরচ করা যাবে?.....১৩৬

২২. কোরআনে হাত রেখে কসম করা হয়,তবে কি তা শিরক হবে?.....১৩৮

২৩. দোয়া কি হাত তুলেই করতে হয়? মনে মনে করলে হয় না?.....১৩৮

২৫. নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়ার বিধান কী? ১৩৯

২৬. সুতরা না থাকলে অন্যরা কতটুকু দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে? ১৪০

২৭. খরগোশের মাংস কি হালাল?.....১৪১

২৮. মানত এবং নিয়তের মধ্যে পার্থক্য কী? রোজা বা নফল নামাজ কিভাবে মানত বা নিয়ত করা যায়? কিভাবে করতে হবে?.....১৪২

২৯. হাতে বা নখে মেহেদি দিলে কি নামাজের কোন ক্ষতি হবে? ১৪৩

৩০. কবর যিয়ারতের নিয়ম/পদ্ধতি কী?.....১৪৫

৩১. নিজের ছেলে মেয়েকে আদর করে বাবা বা মা ডাকা যাবে কি?.....১৪৮

৩২. ব্যাংকের আইটি সেকশনে চাকুরি করা কি জায়েজ? ১৪৯

৩৩. ডলার প্রতি ৭৮ টাকায় কিনে ৮০ টাকা বিক্রি করলে হালাল হবে? .১৫২

৩৪. জিম (GYM) করার বিধান কী? ১৫৩

৩৫. পবিত্রতা অর্জনের জন্য টিস্যু ব্যবহারের বিধান কী? ১৫৪

৩৬. কেবলার দিকে পা দেয়া বা পিঠ দেয়ার বিধান কী?.....১৫৬

৩৭. ফেরিওয়ালাদের কাছে মহিলাদের চুল বিক্রি করা কি জায়েয? ১৫৮

৩৮. সেহেরীর সময় কি আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকে?.....১৫৯

৩৯. বর্তমান বাজারে প্রচলিত বিক্রিত মেহেদি ব্যবহার করে অজু-গোসল শুদ্ধ হবে কিনা? ১৬১

৪০. আমাকে আমার স্বামী তালাক দিয়ে দিয়েছে। আমার ১৪ মাসের একটি পুত্র সন্তান আছে..... তার সন্তান তাকে না দেওয়া কি আমার জন্য অন্যায় হয়েছে? ১৬২

৪১. সাহু সিজদা কখন কিভাবে দিতে হয়? ১৬২

৪২. Science Experiment এর জন্য ব্যাঙ, তেলাপোকা মারা কি গুনাহ? ১৬৫

৪৩. শুক্রবারে নফল রোজা রাখা যাবে কি? ১৬৬

৪৪. "বিয়ের পর মেয়েদের নাক ফোঁড়ানো না হলে, স্বামীর অমঙ্গল হয়।"-এর কোন ভিত্তি আছে কি? ১৬৭

৪৫. যারা কুরবানি দিতে অক্ষম তারাও নখ, চুল, মোচ কাটবে? ১৭০

৪৬. নামাজে সুরা ফাতিহার সাথে সর্বনিম্ন কত আয়াত পড়তে হবে? ১৭১

৪৭. ইসলামের আলোকে তাহলিল খতম বিষয়ে জানতে চাই.....১৭২

৪৮. কাউকে শাহেন শাহ বলার বিধান কী? ১৭৩

৪৯. রাসুলুল্লাহ ﷺ কি বিতের নামাজের পর দুই রাকাত নামাজ বসে আদায়

করেছেন? ১৭৪

৫০. এক ই স্থানে গোসলখানা ও টয়লেট বিশিষ্ট স্থানে অজু করা জায়েয কিনা? ১৭৪

৫১. পাকা চুলে কালো কলপ লাগানো কি জায়েয? ১৭৪

৫২. দাফনের পর কবরের সামনে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করা কতটুকু সুন্নাহ সম্মত? ১৮৫

৫৩. কোন ধরনের ধোঁয়া নিলে রোজা ভেঙ্গে যাবে? ১৮৫

৫৪. বর্তমানে প্রচলিত সেন্ট বা পারফিউমের শয়ি বিধান কী? ১৮৫

৫৫. ছোট বাচ্চার পেশাব করা স্থান শুকিয়ে গেলে তার উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে কি? ১৮৯

৫৬. তারাবীহের নামাজে ভুলে এক সালামে চার রাকাত পড়ে ফেললে করণীয় কী? ১৯১

লেখক পরিচিতি:

আবদুল্লাহ আল মামুনের জন্ম ঢাকায়, আশির দশকের মাঝামাঝি। নিভৃতচারী এই মানুষটি একইসাথে পড়াশোনা করেছেন জেনারেল ও ধর্মীয় শিক্ষার দুটি ধারাতেই। ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএর পাশাপাশি যাত্রাবাড়ীর বড় মাদরাসা থেকে শেষ করেছেন দাওরা হাদিস। পরবর্তীতে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য গমন করেন ভারতের উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাহারানপুরে। শায়খ ইউনুস জৌনপুরি রহিমাহুল্লাহর সান্নিধ্যে অর্জন করেন হাদিস শাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ হতেই লেখালিখি ও শিক্ষকতাকে মূল ব্যস্ততা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি। একাধিক বইয়ের সম্পাদক হিসেবে ইতিমধ্যে তিনি পাঠকমহলে সুনাম কুড়িয়েছেন। তথ্যের বিশুদ্ধতা, উপস্থাপনার মৌলিকত্ব ও উম্মাহর প্রতি দরদের জন্য তাঁর লেখাগুলো ইতিমধ্যে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর অন্যসব লেখালেখির মত এই বইটিও যেন মাকবুল হয় আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনায় করি।

ইমরান রাইহান

ইলম

আদাবুল ইলম (ইলমের আদব)

আদব কাকে বলে?

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন— ‘উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতা গ্রহণ করাকে আদব বলে।’[১]

ইলমুল আদব কী?

যে ইলমের মাধ্যমে ভাষার সংশোধন ও মানুষকে সম্বোধন করে প্রদত্ত বক্তব্যের সংশোধন ও চাল-চলন ঠিক করা হয়, কথা-বার্তার শব্দের মাঝে মাধুর্য অবলম্বন করা হয় এবং তা ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করা হয় তাকে ‘ইলমুল আদব’ বলা হয়।[২]

আদবের মর্যাদা

আদববিশিষ্ট ব্যক্তি ‘ইলমুল আদব’ এর মাধ্যমে সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জন করেন। আর আদব বিহীন মানুষ দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আদবের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের যেসব কল্যাণ লাভ করা সম্ভব তা অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কম আদব থাকার কারণে যতটা দুনিয়া ও আখিরাতে বঞ্চিত হতে হয়,

---

১. الأدب: الأخذُ بمكارم الأخلاق

ফাতহুল বারি, ১০/৪০০।

২. علـم الأدب: هـو علـمُ إصـلاح اللسـان والخطـاب، وإصابـة مواقعـه، وتحسـين ألفاظـه، وصيانتـه عـن الخطأ والخ

মাদারিজুস সালেকিন, ইবনুল কাইয়্যিম, ২/৩৬৮।

তা অন্যকিছুর মাধ্যমে হয় না।[৩]

আদব দুই প্রকার

- আদাবু তবিঈ (أدب طبيعي) তথা বৈশিষ্ট্যগত আচরণ। এই আদবের সাথেই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তৈরি করেন। অর্থাৎ, এটি সৃষ্টিগত অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য।
- আদাবু কাসবি তথা যে সকল আদব-আচরণ ও বৈশিষ্ট্য মানুষ নিজ থেকে কোনো আহলুল ফাজল ওয়াল ইলম থেকে হাসিল করে বা শিখে।

নবিজি ﷺ মুনযির আল আশাজ্জকে লক্ষ করে বলেছেন—'তোমার মাঝে এমন দুইটি বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা বেশ পছন্দ করেন।

এক. হিলম (তথা অত্যন্ত ধৈর্যশীলতা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ আকল) এবং

দুই. বিনয় ও স্থিরতা।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই বৈশিষ্ট্য কি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত ভাবে পেয়েছি নাকি মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে প্রদান করেছেন? (অর্থাৎ তাঁর দয়ায় আমি তা হাসিল করেছি) নবিজি ﷺ বললেন— বরং আল্লাহ তাআলা এগুলো তোমাকে অনুগ্রহপূর্বক প্রদান করেছেন। এই কথা শুনে তিনি বললেন— 'সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে এমন দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন যা তিনি ও তাঁর রাসুল পছন্দ করেন।'[৪]

আদবের মানদণ্ড কী?

ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন, 'আদবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হচ্ছেন আমাদের নবি ﷺ । তাঁর সামনে সব কিছু পরিমাপ করার জন্য উপস্থাপন

---

৩. أدب المرء: عنوانُ سعادته وفلاحه، وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبَوَارِه، فما استُجلِب خيرُ الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استُجلِب حرمانُهما بمثل قلة الأدب؛

মাদারিজুস সালেকিন, ইবনুল কাইয়্যিম, ২/৩৬৮।

৪. لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ حسن دون ذكر الرجلين قَالَ: وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ، الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمُ اللهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: بَلِ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ

সুনানে আবি দাউদ: ৫২২৫। হাদিসের মান হাসান।

করতে হবে। তাঁর আচার-আচরণ, চরিত্র, ভদ্রতা, ভাব-গাম্ভীর্য ও চাল-চলনের সাথে যার মিল পাওয়া যাবে সে হক। আর এক্ষেত্রে বিপরীত করবে তা বাতিল।[৫]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয যুহরি রহ. বলেন, এই ইলম আল্লাহর সাথে আদব প্রদর্শনের নামান্তর, যা তিনি তাঁর নবি ﷺ কে শিক্ষা দিয়েছেন আর সেই আদব নবি ﷺ তাঁর উম্মতকে শিক্ষা প্রদান করেছেন।[৬]

ইলম শিখার পূর্বে আদব শেখার ব্যাপারে সালাফদের তাকিদ

১. হযরত আলি রাযি. বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—'হে ইমানদারগণ! নিজে ও নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।'[৭]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের আদব শিখাও ও ইলম শিখাও।[৮]

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আলিমদের হেকায়াত (ঘটনাবলি) শ্রবণ করা আমার কাছে অধিক পরিমাণে ফিকহ চর্চা করা হতে অধিক প্রিয়। কেননা তা আহলে ইলমদের আদব ও আখলাক সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।[৯]

৩. ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি রহ. বলেন, তাঁরা (আমাদের পূর্ববর্তী সালাফরা নিজেদের অর্থাৎ তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ) যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের সন্তানদের ২০ বছর বয়স সময় পর্যন্ত আদব ও ইবাদাত শিখাতেন ততক্ষণ পর্যন্ত ইলম অন্বেষণের

---

৫. إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر؛ فعليه تُعرَض الأشياء، على خُلقه وسيرته وهَديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل

আল জামে লি আখলাকির রাউই ওয়া আদাবিস সামে', খতিব আল বাগদাদি, ১/৭৯।

৬. إن هذا العلم أدبُ الله الذي أدَّب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدَّب النبي صلى الله عليه وسلم . أمَّته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أُدِّي إليه، فمن سمع علمًا فليجعله أمامه حجةً فيما بينه وبين الله عز وجل

আল জামে লি আখলাকির রাউই ওয়া আদাবিস সামে', খতিব আল বাগদাদি, ১/৭৮।

৭. সুরা তাহরিম-৬

৮. قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ قال: أدِّبوهم وعلِّموهم .

মুস্তাদরাকে হাকিম, ২/৪৯৪ এর সনদকে ইমাম হাকিম সহিহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবি তা সমর্থন করেছেন; আল মাদখাল, বাইহাকি, ৩৭২; আদাবুশ শারইয়াহ, ইবনু মুফলিহ ৩/৫২২। মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বাইরুত (শাইখ শুয়াইব আরনাউত ও উমার আল কইয়্যামের তাহকিক)

৯. الحكايات عن العلماء أحب إلَيَّ من كثير من الفقه ؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم

আল ইলান বিত তাওবিখ, সাখাবি পৃ.২০; সলাহুল উম্মাহ ফি উলুয়িল হিম্মাহ ৭/৩৩২

ইসলামী জীবনের পাথেয়

মুয়াশারাত

যে সম্পর্কে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয় না

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. নিজ স্ত্রী আয়েশা বিনতে ফাযল (উম্মু সালেহ) রহিমাহাল্লাহার ব্যাপারে বলেন, উম্মু সালেহ আমার সাথে ২০ বছর সংসার করেন। এই ২০ বছরে এমন একটা দিনও ছিল না যখন উম্মু সালেহ কিছু বলেছেন আর আমি তার বিপরীত বলেছি (বা বিরোধিতা করেছি)![১১৬]

উত্তম ও নেককার প্রতিবেশি পাওয়া বড়ই সৌভাগ্য ও নিয়ামতের বিষয়

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে,

الجار قبل الدار

'বাড়ির আগে (ভাল) প্রতিবেশী খোঁজ।'

আল্লাহর রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, "চারটি বিষয় হচ্ছে সৌভাগ্যের, তা হল—

---

১১৬. أقامت أم صالح معي عشرين سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة

ত্ববাকাতুল হানাবিলাহ ১/৪২৯; মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, ইবনুল জাওযি, ২৬৮;আদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনুল মুফলিহ আল হাম্বলি ২/১৬৪; আল মানহাজুল ইমাম আহমাদ ফি তারাজিমি আসহাবিল ইমাম আহমাদ, ইমাম মুহিউদ্দিন আবুল ইয়ামান আল মারুদেসি আল হাম্বলি, ১/৩১৭। উল্লেখ্য যে, ইমাম ইবনুল জাওযি (রহ.) তার মানাকিবুল ইমাম আহমাদের ২৬৮ নং পৃষ্ঠায় এই আলোচনা আরো সুবিস্তর এনেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি ইমাম মারওয়াযির সনদে"ثلاثين" "ত্রিশ বছরের উল্লেখ করেছেন"। আবার কারো কারো মতে, ইমাম সাহেব রহ, দুইটি বিয়ে করেছেন। উম্মে সালেহের সাথে ২০ বছর আর অন্য বিবি তথা রাইহানাহ উম্মু আব্দিল্লাহর সাথে ৩০ বছর। (মানাকিবুল ইমাম আহমাদ,ইবনুল জাওযি, ২৬৮-২৬৯) এই উভয় বর্ণনাই মারওয়াযি থেকে বর্ণনা করা হয়। এই বর্ণনা ইজতেরাব থেকে মুক্ত নয়। ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. এর খণ্ডন করেছেন উক্ত কিতাবে। সুতরাং ইহা ভুল।

নেককার মহিলা (স্ত্রী), সুপ্রশস্ত ঘর, নেককার প্রতিবেশী এবং দ্রুতগামী তবে নিরাপদে চলে এমন আরোহণ।

এবং চারটি বিষয় হচ্ছে দুর্ভাগ্যের, তা হল—বদকার প্রতিবেশী, বদকার মহিলা, সংকীর্ণ (স্থানের) ঘর আর খারাপ আরোহণ।"[১১৭]

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব:

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মাইমুন আল মারওয়াযি (প্রসিদ্ধ) আবু হামযাহ আস সুক্কারি রহ. ছিলেন একজন হাফেজে হাদিস। যার নিকট আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকসহ বহু বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদিস শিখেছেন। তাঁর নামের শেষে সুক্কারি (মিষ্টিওয়ালা) বলা হয়, অথচ তিনি মিষ্টান্ন বিক্রি করতেন না। বরং তাঁর মিষ্টি ও মধু মাখানো কথার জন্যে তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে সুক্কারি নামে ডাকতেন। তাঁকে মুস্তাজাবুদ দাওয়া (যার দুয়া আল্লাহ তাআলা সর্বদাই কবুল করেন) বলা হয়।

একবার তাঁর এক প্রতিবেশী নিজ (আর্থিক সংকটের কারণে) বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে ক্রেতা বললেন, কত দামে বাড়ি বিক্রি করবেন? তিনি বললেন, বাড়ির মূল্য হিসেবে ২ হাজার দিনার এবং আবু হামযার মত (দয়ালু, নেককার, প্রতিবেশী বৎসল) একজন প্রতিবেশী পাওয়ার মূল্য হিসেবে আরও ২ হাজার দিনার! এ সংবাদ আবু হামযা রহ.-এর নিকট পৌঁছলে তিনি ঐ প্রতিবেশীর সামনে ৪ হাজার দিনার পেশ করলেন। এবং তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, (দয়া করে) আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন না!

তাঁর কোন প্রতিবেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি হিসেব করে দেখতেন যে, উনি তাঁর অসুস্থতার সময় কেমন খরচ করেছেন? এরপর তিনি ঐ সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করে দিতেন আর বলতেন, আমরা তো (আল্লাহর মেহেরবানিতে) সুস্থই আছি!

---

১১৭. أربعٌ مِن السّعادةِ: المرأةُ الصّالحةُ، والمسكَنُ الواسعُ، والجارُ الصّالحُ، والمركَبُ الهنيءُ، وأربعٌ مِن الشّقاوةِ: الجارُ السّوءُ، والمرأةُ السّوءُ، والمسكَنُ الضّيّقُ، والمركَبُ السّوءُ

মুসনাদে আহমাদ, ১৪৪৮; সহিহ ইবনু হিব্বান, ৪০৩২। হাদিসটির মান সহিহ।

এবং তিনি অত্যধিক পরিমাণ মেহমান নাওয়াযও ছিলেন। [১১৮]

আবু দুলাফ আল ইজলির এক প্রতিবেশী আর্থিকভাবে অতি সংকটে ও ঋণগ্রস্ত থাকায় নিজ বাড়ি বিক্রি করার জন্য ক্রেতাদের শরণাপন্ন হলেন। ক্রেতা বললেন, এর মূল্য কত? উত্তরে তিনি বললেন, ১ হাজার দিনার। এটা শুনে উনারা বললেন, এত দাম? বরং এটা তো এই মূল্যের অর্ধেক হওয়ার কথা? এতে তিনি বললেন, হ্যা! আমি জানি যে, এই বাড়িটি ৫০০ দিনারের বেশি নয়। কিন্তু আমি এই বাড়ির মূল্য হিসেবে ৫০০ দিনার আর আবু দুলাফের মত প্রতিবেশীর মূল্য হিসেবে আরও ৫০০ দিনারে বিক্রি করছি!

আবু দুলাফ আল ইজলির নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে; তিনি তাঁর অধীনদের নির্দেশ প্রদান করলেন, যেন তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দেয়। এবং তিনি নিজে ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, (দয়া করে) আমাদের আশপাশ ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তর হবেন না।[১১৯]

ইমাম আবু দাউদ আস সিজিস্তানি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

---

১১৮. أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيّ، هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ. [الوفاة: 161 - 170ه]
عَنْ: زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَسُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، وَالْكُوفِيِّينَ، مَا أَعْلَمُهُ رَوَى عَنْ غَيْرِهِمْ. حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدَانُ بْن عثمان، وعَلِيّ بْن الْحَسَن بْن شقيق، وَنُعَيْم بْنُ حَمَّادٍ، وَعِدَّةٌ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ أَبُو حَمْزَةَ مِنَ ثِقَاتِ النَّاسِ، ولم يَكُنْ يَبِيعُ السُّكَّرَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحَلاوَةِ كَلامِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ علي بن الحسن: أَرَادَ جَارٌ لِأَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيّ أَنْ يَبِيعَ داره، فقيل له: بكم؟ فقال: ألفين ثمن الدار وألفين جِوَارُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَمْزَةَ، فَوَجَّهَ إِلَى جَارِهِ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْ دَارَكَ. وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: مَا شَبِعْتُ مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً إِلا أَنْ يَكُونَ لِي ضَيْفٌ. وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُصْعَبٍ فِي تاريخه: كَانَ أَبُو حَمْزَةَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: كَانَ أَبُو حَمْزَةَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ جِيرَانِهِ يَحْسِبُ مَا أَنْفَقَ فِي مَرَضِهِ ثم يتصدق أبو حمزة بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: وَنَحْنُ أَصِحَّاءُ

তারিখুল ইসলাম, যাহাবি, ৪/৫৫৮-৫৫৯ (ড. বাশশারের তাহকিক কৃত); সিয়ারু আলা মিন নুবালা, যাহাবি, ৭/৩৮৫-৩৮৭।

১১৯. يروى أن رجلًا كان جاراً لأبي دلف ببغداد. فأدركته حاجة وركبه دين فادح حتى أحتاج إلى بيع داره. فساوموه فيها فسمى لهم ألف دينار فقالوا له: إن دارك تساوي خمسمائة دينار. فقال: أبيع داري بخمسمائة وجوار أبي دلف بخمسمائة. فبلغ أبا دلف الخبر فأمر بقضاء دينة ووصله وقال: لا تنتقل من جوارنا. فانظر كيف صار الجوار يباع كما يباع العقار. وقال الشاعر:يلومونني أن بِعت بالرخص منزلي *** ولم يعلموا جارًا هناك ينغص فقلت لهم كفّوا الملام فإنما *** بجيرانها تغلو الديار وترخص وقيل أن رجلاً أراد أن يبيع بيته لضيق حاله وطلب ألف دينارٍ ثمناً له، فقال له أحدهم أن البيت لا يستحق هذا الثمن بل نصفه.فأجاب: "بلى البيت لا يستحق أكثر من خمسمائة دينار، لكني أبيعه بألف؛ خمسمائة دينار ثمن البيت وخمسمائة دينارٍ ثمن جوار أبي دلف

[মাজানিউল আদাব ফি হাদায়িক্বিল আরাব, রিযকুল্লাহ শাইখু, ১/৬৪ নং- ১৬৮]

"আমি (প্রখ্যাত বুজুর্গ ও হাফেজে হাদিস) সাঈদ ইবনু আমেরের প্রতিবেশীদের প্রতি বেশঈর্ষান্বিতহই!"[১২০]

অনুরূপভাবে ওয়ালীদ ইবনুল কাসেম আল হামদানির এক প্রতিবেশী (যার নাম) ইয়ালা ইবনু উবাইদকে তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, কতই না উত্তম লোক তিনি! আজ সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবত তিনি আমাদের প্রতিবেশী, এই দীর্ঘকাল আমরা উনাকে উত্তম ব্যক্তি হিসেবেই দেখে আসছি। (অর্থাৎ এই ৫০ বছরে তাঁর কোনো ভুল ধরার মত কিছু পাইনি!)[১২১]

আবার এ ঘটনার বিপরীত বর্ণনাও পাওয়া যায়। যেমন, প্রখ্যাত নাহু শাস্ত্রবিদ আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালি তাঁর প্রতিবেশীর উৎপাত সহ্য করতে না পেরে উনি উনার বাড়ি বিক্রি করলে কেউ বলল—বাড়ি কেন বিক্রি করলে? তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন—আমি প্রতিবেশী বিক্রি; করি আমার বাড়ি নয়![১২২]

অতিথিপরায়ণতার ফজিলত ও বালা-মুসিবত নিবারণ

ইসলামে অতিথিপরায়ণতা একটি অনুপম গুণ। এই গুণ এত মহৎ যে, মানুষের বালা-মুসিবত দূর করার অন্যতম একটি মাধ্যম। হেরা গুহায় প্রথমতবারের মত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের প্রকৃত স্বরূপ দেখে নবিজি ﷺ যখন ভয় পেয়ে আম্মাজান খাদিজার কাছে এসে নিজ জীবনের আশঙ্কা করলেন, তখন আম্মাজী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা মুস্তফা আলাইহিস সালামকে আশ্বস্ত করে বলেন—কখনোই না! আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে সু-সংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা

---

١٢٠. وقال أبو داود: قَالَ يحيى بْن سَعِيد: إني لأغبط جيران سَعِيد بْن عامر

[তারিখুল ইসলাম, যাহাবি, ৫/৮১; (ড. বাশশারের তাহকিক কৃত) ; সিয়ারু আলা মিন নুবালা, ৯/৩৮৬।

١٢١. قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ: سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: ثِقَةٌ، كَتَبْنَا عَنْهُ، وَكَانَ جَاراً لَيَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ، فَسَأَلْتُ يَعْلَى عَنْهُ، فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ، هُوَ جَارُنَا مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً، مَا رَأَينَا إِلاَّ خَيْراً

و نقل ابن المِبْرَد في كتابه بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: الوليد بن القاسم بن الوليد، الهمداني، الجندعي: قال أحمد: ثقة، كتبنا عنه بالكوفة، وسألت جاره يعلى بن عبيد، فقال: نعم الرجل، هو جارنا منذ خمسين سنة، ما رأينا إلا خيرا

[তাহযিবুল কামাল, মিযযি তরজমা নং-১৪৭২; তাহযিব তাহযিবিল কামাল ফি আসমাইর রিজাল, যাহাবি, ৯/৩৭৭; বাহরুদ দাম ফিমান তুকুল্লিমা ফিহিল ইমাম আহমাদ বি মাদহিন আও যাম্ম, ইবনুল মিবরাদ। পৃ. ১৬৯ তরজমা, ১১২৮; মুখতাসারুল কামেল ফিদ দুয়াফা ওয়া ইলালিল হাদিসি লিবনে আদি, তাকিউদ্দিন আল মাকরেযি, পৃ.৭৭৫; (হারফুল ওয়াও)- মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো; তারিখুল ইসলাম, যাহাবি, ৫/৪৮৭; তরজমা ৫৫৯৩। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত (মুস্তফা আব্দুল কাদের আতার তাহকিককৃত); সিয়ারু আলা মিন নুবালা, ৯/৪৩৯]

١٢٢. بِعْتُ جَارِي وَلَمْ أَبِعْ دَارِي أي كنت راغبا في الدار، إلا أن جاري أساء جواري فبعت الدار

[মাজমাউল আমসালিল আরাবিয়াহ, আবুল ফযল মাইদানি, ১/১০৪, ৫০৯]

৫২. দাফনের পর কবরের সামনে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করা কতটুকু সুন্নাহ সম্মত?

মৃতকে দাফনের পর সকলে একটি উট জবেহ করে তার গোশত বণ্টন করতে যে পরিমাণ সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় তার কবরের সামনে থেকে উক্ত মাইয়েতের জন্য সকলে ব্যক্তিগত ভাবে দোয়া করা, তার জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমা চাওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে সহিহ হাদিসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে দাফনের পর সকলে সম্মিলিতভাবে কবরকে সামনে রেখে হাত তুলে দোয়া করা দৃষ্টিকটু দেখা যায়। আর এই কাজের ব্যাপারে আমরা সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পাই না। তাই ইহা পরিহার করে সকলে ব্যক্তিগত ভাবে দোয়া করা চাই।[৪৪৬]

৫৩. কোন ধরনের ধোঁয়া নিলে রোজা ভেঙ্গে যাবে?

যদি আগরবাতির ধোঁয়া মুখে কিংবা নাকে ইচ্ছাকৃতভাবে নেওয়া হয় এবং পানিতে মেন্থল (Menthol) মিশিয়ে অথবা নেবুলাইজার (Nebulizer) দিয়ে তরল ঔষধ প্রবেশ করানো হয় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

অর্থাৎ, যেকোন উপায়েই হলকের ভিতর এসব ধোঁয়া প্রবেশ করানো হবে, তাতে হানাফি মাযহাবের ফুকাহাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে রোজা ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং তার কাজা আদায় করা অত্যাবশকীয় হয়ে যাবে।

বি. দ্র. কারো নাকে বা মুখে অনিচ্ছায় ধোঁয়া চলে গেলে রোজা ভাঙ্গবে না।[৪৪৭]

৫৪. বর্তমানে প্রচলিত সেন্ট বা পারফিউমের শয়ি বিধান কী?

প্রচলিত অধিকাংশ বডি স্প্রে ও সেন্ট শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারে ও বিক্রিতে কোন সমস্যা নেই। তবে না করাই উত্তম। এর বিপরীতে অ্যালকোহল মুক্ত আতর ব্যবহার করা উচিৎ।

১) যে সকল অ্যালকোহল খেজুর বা আঙ্গুর দ্বারা তৈরী করা হয়নি, সেগুলো মৌলিকভাবে নাপাক না এবং যতটুকু ব্যবহারে নেশার উদ্রেক হয় না ততটুকু ব্যবহার

৪৪৬. সহিহ মুসলিম-১/৭৬ হা. ১ ২১; মুসনাদে আহমাদ-৪/১৯৯; শরহুল উব্বি-১/৩৮৬; সুনানে আবি দাউদ-২/৪৫৯ হা. ৩২১৩; আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকি-৪/৫৬; ইলাউস সুনানে-৮/৩৪২।

৪৪৭. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়াহ-১/২০৩-২০৪; হাশিয়ায়ে ইবনু আবেদিন (যাকারিয়া)-৩/৩৬৬, (ভিন্ন ছাপায়)-২/৩৯৫; মারাকিল ফালাহ, পৃ. ৩৬১; আদ দুররুল মুনতাক্বা-১/২৪৫; আল ফিক্বহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু-৩/১৭১১।

জায়েজ। [৪৪৮]

২) বর্তমানে সুগন্ধিযুক্ত বস্তু যেমন—সেন্ট, বডি স্প্রে ইত্যাদি অ্যালকোহল ছাড়া প্রস্তুত করা দুষ্কর। আর এখনকার সেন্ট বা বডি স্প্রে গুলোতে সাধারণত আঙুর, খেজুর বা কিসমিস থেকে প্রস্তুতকৃত অ্যালকোহল থাকে না; বরং বিভিন্ন শস্যদানা, গাছপালার ছাল, ভাত, মধু, শস্য, যব, আনারসের রস, গন্ধক ও সালফেট, অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি থেকে প্রস্তুতকৃত অ্যালকোহল মেশানো হয়।[৪৪৯]

আল্লামা তাকী উসমানী হাফি. সহ বেশ কিছু উলামাদের স্বতন্ত্র গবেষণাতেও দেখা গেছে যে, বর্তমানে বেশির ভাগ অ্যালকোহল আঙ্গুর ও খেজুর থেকে তৈরি হয় না। সুতরাং এসব বৈধ উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তদ্রুপ ওষুধ তৈরিতে বা চিকিৎসায়তেও ব্যবহার করা যাবে। অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যাবে।[৪৫০]

৩) অনুরুপ ভাবে বিভিন্ন হালাল-হারাম উপাদান মিক্সড করে যদি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রিফাইন করার মাধ্যমে এর মৌলিকত্ব নিঃশেষ করা হয় তাহলে সেটিকে হারাম বলা যাবেনা। আর যদি সেসব হারাম বস্তুর মৌলিকত্ব বাকি থাকে, তাহলে উক্ত বস্তু যাতে মিশ্রিত করা হবে, তা ব্যবহার করা জায়েজ হবে না।[৪৫১]

কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তুই হারাম। যা অধিক পরিমাণে নেশার উদ্রেক করে তার স্বল্প পরিমাণও হারাম।[৪৫২]

---

৪৪৮. এটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতানুসারে।

والمحرم منها أربعة) أنواع الأول (الخمر وهي النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع (و) الثاني (الطلاء وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) وصار مسكرا (وهو الصواب ونجاسته كالخمر) به (يفتي (و) الثالث (السكروهو النيء ماء الرطب

و) الرابع (نقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان (والكل)) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلي واشتد) وإلا لم يحرم اتفاقا وإن قذف حرم اتفاقا وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما

(تنوير الأبصار مع الدر المختار- كتاب الأشربة 2/259-)

[فাতহুল কাদির-৮/১৬০, ফাতওয়ায়ে আলমগিরি-৫/৪১২, আল বাহরুর রায়েক-৮/২১৭-২১৮, ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া-২৭/২১৯; তানভিরুল আবসার মাআত দুররিল মুখতার-২/২৫৯]

৪৪৯. এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা-১/৫৪৪- প্রকাশকাল ১৯৫০ খ্রি.।

৪৫০. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩৪৮,৩/৩৩৭; ফিকহুল বুয়ূ ১/২৯৮।

৪৫১. নিহায়াতুল মুহতাজ লির রামালি-৮/১২।

৪৫২. كُل مُسْكِرٍ حرامٌ، وما أَسْكرَ كثيْرُهُ فقليلُهُ حرامٌ

সুনানে ইবনে মাজা, ৩৩৯২-৩৩৯৪; সুনানে নাসায়ি ৬৫৫৮।

আল্লামা সিন্দি রহ. বলেন, যে সকল বস্তু অধিক পরিমাণে পান করলে নেশার উদ্রেক হবে, তার স্বল্প খানিকটাও হারাম। যদি তাতে নেশার উদ্রেক নাও হয়। এর উপরেই অধিকাংশ আলেম ও হানাফি উলামাগণ মত দিয়েছেন।[৪৫৩]

তবে, মদকে যখন লবন বা অন্য কিছু দ্বারা সিরকা বানিয়ে ফেলা হয়, তখন তা আমাদের (হানাফিদের) নিকট হালাল হয়ে যায়।[৪৫৪]

তাই এসব বডি স্প্রে ও সেন্ট নাপাক নয়। আর এগুলো নেশার উদ্রেকও হয় না। উপরন্তু এসব উপাদান গুলো রিফাইনও হয়ে যায়। এবং শরীরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে না। তা-ই এগুলো ব্যবহারে আপত্তি নেই। তবে এরূপ সেন্ট পরিত্যাগ করাইউত্তম।[৪৫৫]

৪) আর যদি এতে নেশা জাতীয় উপাদান বিদ্যমান থাকে, তবুও আহনাফদের নিকট ইহা খাওয়া ব্যতীত এর পানীয় কাপড়ে বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা সরাসরি হারাম ও নাপাক নয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে বডি স্প্রে ব্যবহার করলেও সালাত আদায় হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে পানি না পাওয়া অবস্থায় নাবিয (এক প্রকার মাদকতাময় পানীয়) দিয়ে অজু করা যাবে।[৪৫৬]

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে- অজুর সাথে তায়াম্মুমও করবে।[৪৫৭]

অর্থাৎ, একে সরাসরি নাপাক বলা যাবে না। যদিও তা অনেকের দৃষ্টিতে পবিত্র

---

৪৫৩. فـفي حاشـية السـندي على ابـن ماجـة عنـد شرح الحديـث: أيْ: مَـا يُحْصُـلُ السُّـكْرُ بِـشُربِ كَثِـيرِه فَهُـوَ حَـرَامٌ قَلِيلُـهُ وَكَثِـيرُهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلُـهُ غَـيْرَ مُسْـكِرٍ، وَبِـهِ أَخَـذَ الْجُمْهُـورُ، وَعَلَيْـهِ الِاعْتِمَـادُ عِنْـدَ عُلَمَائِنَـا الْحَنَفِيَّـةِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَرَامَ الْمُرْبَةُ الْمُسْكِرَةُ وَمَا كَانَ قَبْلَهَا فَحَلَالٌ قَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ. انتهى

[হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানি ইবনে মাজা, ৪/৬৯ হা. ৩৩৯২]

৪৫৪. أما الخمر) إذا خلله بعلاج بالملح أو بغيره يحل عندنا

[ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৪১০, মাজমাউল আনহুর-৪/২৫১; ফাতওয়ায়ে মাহমূদিয়া-২৭/২১৮]

৪৫৫. জাদিদ ফিকহি মাসায়েল, ১/৩৮ ; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ১/৩৪৮, ৩/৩৩৭; ফিকহুল বুয়ু, ১/২৯৮।

৪৫৬. يتوضأ به إن لم يجد غيره

[আল মাবসূত্ব ২/৯০; বাদায়েউস সানায়ে' ১/১৫; আল ইনায়াহ শরহুল হিদায়াহ ১/১১৮; আহকামুল কুরআন, জাসসাস ২/৫৪৩]

৪৫৭. وقيل: يتوضأ به ويتيمم

[আল বিনায়াহ ১/৪৬৪; ফাতহুল ক্বদীর ১/১১৮-১২৯; বাদায়েদুস সানায়ে' ১/১৫]

হওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.বলেন, যে রাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ জিনদের সাথে দেখা করেন, সে রাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সাথে ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমার কাছে পানি আছে কি? তিনি বললেন, আমার কাছে নাবিয (খেজুর ডুবিয়ে রাখা একটু আঠালো পানি) আছে পাত্রে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে দাও, অজু করব। তিনি তাই করলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ! এটা একটা পানীয় আর পবিত্র।[৪৫৮]

এদিক বিবেচনা করলেও সেন্ট ও বডি স্প্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম বলা যায় না।

(আল্লাহু আলামু বিস সাওয়াব)

৪৫৮. أنـه كان مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ليلـة الجـن فقـال له النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يـا عبـد الله أمعـك مـاء قـال مـعي نبيـذ في إداوة فقـال اصبـب علي فتوضـأ قـال فقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يـا عبد الله بن مسعود شراب وطهور

[মুসনাদে আহমাদঃ ৩৫৯৪; মুসান্নাফ ইবনু আব্দির রাযযাক, ৬৯৩; মুজামুল কাবির, তাবারানি, ৯৯৬১; মুসনাদে বাযযার, ১৪৩৭; সুনানে দারি কুত্বনি-১/৭৬; সুনানে ইবনে মাজা, ৩৮৫; শরহু মাআনিউল আসার, ত্বহাবি-১/৯৪; তাফসিরু ইবনি কাসির-১৩/৩৬]

উল্লেখিত হাদিসের সনদে ইবনু লাহিয়াহ নামক এক বিতর্কিত রাবি রয়েছে এবং তার দুর্বলতা সবার নিকটই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই হাদিসটির বিভিন্ন সনদসূত্র রয়েছে।

তবে ইমাম ত্বহাবিও ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এর বিপরীত মতও পাওয়া যায়।

[আল মাবসুত, ২/৯০; বাদায়েউস সানায়ে-১/১৫; আল ইনায়াহ শরহুল হিদায়াহ-১/১১৮; তাবয়িনুল হাক্বায়েক-১/৩৫।]